বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-১৩)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
২০১৩ সাল। কায়দাতুল জিহাদ প্রধান ড.আইমান আল-জাওয়াহিরী তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে পরামর্শে ব্যস্ত, তিনি সিরিয়া সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছেন।

.

জাওয়াহিরীর সামনে রয়েছে কোরআনের তিনটি আয়াত, রাসূলের কিছু হাদীস, এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা।

.

-১: আল্লাহ বলেন "হে ঈমানদানগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা আমীর হবে তাদের আনুগত্য করো। যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখাদেয়, তখন তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) উপর ছেড়ে দেও। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো (তাহলে অবশ্যই তা করবে)। এটাই উত্তম, এবং সুন্দর সমাধান" [সূরা নিসা-৫৯]

.

-২: আল্লাহ বলেন "যদি মুমিনদের মধ্য হতে দু'টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) তাদের মাঝে সংশোধন করে দিবে। এরপর যদি তাদের একটি দল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে তোমরা (তৃতীয় পক্ষ) লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না সীমালঙ্ঘনকারী দলটি আল্লাহর আদেশের (তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার) দিকে ফিরি আসে। যদি তারা ফিরে আসে তাহলে ইনসাফের সাথে সংশোধন করে দিবে। আর আল্লাহ ইনসাফকারীকে ভালোবাসেন" ।[সূরা হুযরাত-৯]

.

৩: অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফায়সালা করে দেওয়ার পর, মুমিন নর-নারীর কোনো অধীকার নেই যে, সে তা পরিবর্তন করে দিবে। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে , তার ভ্রষ্টতা তো স্পষ্ট ।[সূরা আহযাব-২৬]

.

=উপরের ১ নং আয়াত থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, আমীরের অবাধ্য হওয়া যাবে না যতক্ষণ আমীর কোরআন-সুন্নাহর উপর থাকবেন। এবং মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখাদিলে তার সমাধান কোরআন-হাদীস থেকে নিতে হবে।

.

দুই নং আয়াতে আল্লাহ তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য করেছেন। এবং তৃতীয় পক্ষের ফায়সালাকে আল্লাহর আদেশের সম-মর্যাদা দিয়েছেন।

.

তৃতীয় নং আয়াতে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে নাকচ করা হয়েছে। এবং যে করবে তাকে ভ্রষ্ট বলা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নং আয়াতদয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে তৃতীয় পক্ষের ফায়সালার বিরোধিতা করার অধীকার বিবাদমাণ দুই দলের কারো নেই।

.

চোলুন উপরের তিনটি আয়াতকে সিরিয়ার চলমান ফিতনার সাথে মিলিয়ে দেখি..!!

.

সিরিয়ায় মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পরে লড়াই-য়ে লিপ্ত হয়েছে। একটি শাইখ বাগদাদীর জামাত, অন্যটি

শাইখ জাওলানীর জামাত। সমাধানের জন্য তারা (তৃতীয় পক্ষ) শাইখ জাওয়াহিরীর নিকট আসলো। জাওয়াহিরী শরীয়তের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করে দিলেন। বাগদাদীর জামাত সেই ফায়সালা প্রত্যাখ্যান করলো। এবং জাওলানীর জামাতের উপর তারা সীমালঙ্ঘন করে ব্যাপক রক্তপাত ঘটালো। তখন তৃতীয় পক্ষ হিসেবে জাওয়াহিরীর উপর এবং সমস্ত মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায় বাগদাদীর জামাতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এবং এক নং, ও দুই নং আয়াত দ্বারা প্রমাণীত হয় যে, বাগদাদীর দাবিকে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না। চাই সে নিজেকে খলীফা দাবি করুক, বা রাষ্ট্র প্রধান দাবি করুক। কারণ উপরের দুই নং আয়াত অনুযায়ী তিনি একজন বিদ্রহী, আর এক নং আয়াত অনুযায়ী তিনি ভ্রষ্ট।
এখানে হাদীস নিয়েও বিষদ আলোচনা করা যেত। সংক্ষেপ করার জন্য শুধু কোরানের আয়াতকে-ই যথেষ্ট মনে করেছি।
.
আসুন দেখি শাইখ জাওয়াহিরী কী ফায়সালা করে ছিলেন। এবং শরীয়তে তার ফায়সালার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।
.
ফায়সালা করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে চারটি মূলনীতি মানতে হবে। যথা..
১: কোরআন।
২: সুন্নাহ।
৩: ইজমা।
৪: আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা।
.
উপরের তিনটি আয়াত দ্বারা ফায়সালা করা এবং ফায়সালা না মানলে কী করতে হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। কিন্তু সিরিয়ায় যে সমস্যাটি চলছে, তার সমাধান কী হবে কোরআনে স্পষ্ট ভাবে তা আছে কি না আমি জানি না। (আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) হাদীসে আছে কি না, তাও আমি জানি না।
.
ইজমা বা মুসলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। বিশ্বের সমস্ত মুসলিম এবিষয়টি মেনে নিয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিম দেশের আলাদা সীমান্ত রয়েছে। এবং মুসলমানরা সেই সীমান্ত মেনে চলে। সীমান্ত অংকনকারী যেই হোক না কেন।
শাইখ বাগদাদী ইরাকের সীমান্ত অতিক্রম করে সিরিয়া প্রবেশের কারণেই সিরিয়ায় ফিতনা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ইরাক-সিরিয়ার সীমান্ত মুসলিমদের ইজমা দ্বারা স্বীকৃত, তাই সিরিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য জাওয়াহিরীর এই আধীকার আছে যে, তিনি বাগদাদীকে ইরাকে ফিরে যাওয়ার ফায়সালা দিবেন।
.
আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা। ইসলামী ইতিহাসে যুগে যুগে অনেক বড় বড় "ফক্বীহ" এসে ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহ শরীয়তের প্রজ্ঞা দান করেছেন। সেই প্রজ্ঞা থেকে তারা "উসূলুল ফিক্বাহ" বা বিধিবিধান বের করার মূলনীতি রেখে গেছেন। সেই অসংখ্য মূলনীতির একটি হলো, কোথাও যদি ফিতনা দেখা দেয়, তাহলে যখন ফিতনা ছিলো না সেই পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে।
স্পষ্ট করে বলি। মনে করুন, আপনি মসজিদে গিয়ে পাখা ছেড়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আপনার পাশে

একজন মুরুব্বী। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, এই ব্যটা পাখা ছেড়েছো কেনো..? শুরু হলো তর্ক। এখন সমাধান হলো, যখন তর্ক ছিলো না তখোনকার অবস্থা কী ছিলো? তখন পাখা বন্ধ ছিলো। অতএব পাখা বন্ধ থাকার অবস্থায় ফিরে যাওয়া হবে।
সিরিয়ায় ভয়াবহ ফিতনা চলছে। এই ফিতনা বন্ধের জন্য দেখতে হবে, ফিতনা শুরু হওয়ার পূর্বের পরিবেশটি কেমন ছিলো। পূর্বে বাগদাদী ইরাকে ছিলো, এবং জাওলানী শামে ছিলো। অতএক ফিতনা বন্ধ করার জন্য বাগদাদীকে ইরাকে চলে যেতে হবে, এবং জাওলানীকে শামে থাকতে হবে।
.
জাওয়াহিরীর ফায়সালাটাই তো বলা হয়নি। তিনি ফায়সালা করে ছিলেন যে, বাগদাদী ইরাক ফিরে যাবে। এবং সিরিয়ার যেই এলাকাগুলো বাগদাদী দখল করেছিলেন সেগুলো জাওলানীর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আগামী পর্বে আমরা "বাগদাদী কি জাওয়াহিরীকে বাই'আত দিয়ে ছিলেন কি না " তা নিয়ে আলোচনা করবো। ইনশা আল্লাহ।